International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-III, May 2024, Page No.25-41
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i3.2024.25-41

করোনা অতিমারি পর্বে পরিযায়ী নারী শ্রমিক

সঞ্চালী ব্যানার্জ্জী

সহকারি অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, বিজয় নারায়ন মহাবিদ্যালয়, ইটাচুনা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

This article addresses a notable research gap by focusing on the overlooked intersection of gender, labor, and the specific impact of the Covid-19 pandemic on migrant women workers. While existing studies extensively explore labor dynamics and power structures, the life stories and struggles of women laborers have largely been relegated to humanities practices for public consumption. Examining historical contexts, the study emphasizes that the working class's uprisings, unequal capital and labor distribution, and migrant workers' diaries have received scant attention, surfacing predominantly during exceptional circumstances like wars or epidemics. This research uniquely spotlights the experiences of migrant women workers in the Covid-19 pandemic, probing their precarious position within the dual realms of patriarchy and labor. It investigates the responsiveness of the state to these women workers, situated at the delicate intersection of gender and labor. Additionally, the article critically assesses the pandemic's deviations from established assumptions about epidemic vectors, emphasizing its disproportional impact on the working class and impoverished day laborers despite its origin within affluent circles. Furthermore, the research scrutinizes state-initiated administrative measures and programs designed to address the challenges faced by migrant workers, with a specific focus on women, as the global community contends with the economic imbalances exacerbated by the pandemic. Through this exploration, the article aims to contribute nuanced insights into the often-neglected gendered dimensions of labor dynamics and epidemic responses.

Keyword: Epidemics, Women Workers, Capital, Covid-19, Migrant Workers.

'শ্রমিকের কোন দেশ হয় না।' *Communist Manifesto* (1848)-র এই বাক্যটি একবিংশ শতাব্দীতেও ধ্রুব সত্য। কথাটির মানে বোঝা যায় যখন আমরা দেখি যে শিল্পন্নত দেশগুলো তাদের অবাধ বাণিজ্যনীতি দ্বারা মানুষের চিন্তা ও চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে, এবং তাকেই কাজে লাগানোর চেষ্টা করে ক্ষমতালোভী শাসক দল। তার আগ্রাসন শোষণ গ্রাস করে সমাজের প্রান্তিক স্তরের প্রতিটি মানুষকে। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্ক্স (Karl Marx)বলেছিলেন যে শ্রমিকের শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছু নেই বলে তারা বিশ্বজয় করতে পারবে। সারা বিশ্বের শ্রমিকের দল একদিন ঐক্যবদ্ধ হবে। কমিউনিস্ট পার্টির ঘোষণা পত্রে মার্ক্সের এই

বক্তব্য মার্ক্সবাদী মতাদর্শের অন্যতম ভিত্তি। অর্থাৎ, সমাজ তথা রাষ্ট্র জুড়ে যুদ্ধ, মহামারী, ইত্যাদি জনিত কোনোরকম সংকটকে কেন্দ্র করে শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম এবং সংহতিকে অটুট রাখার প্রসঙ্গেই মার্ক্স একথা বলেছিলেন।

কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতির মতো অনেক ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষের মধ্যে কেন্দ্র-প্রান্ত বিভাজন দেখা যায়।সমাজের প্রান্তিক স্তরে অবস্থিত শ্রমজীবী নারীর জীবনে অতিমারি বা তৎসম সংকটের সময়ের জীবনযুদ্ধ খুব স্বল্প পরিসরেই রিপোর্টেড (reported) বা জ্ঞাপিত হয়। মূলত, সেই কারণেই এই প্রবন্ধটিতে করোনা অতিমারি পর্যায়ে ভারতবর্ষের নিম্নবর্গের নারী শ্রমিক, বিশেষত নির্মাণ শিল্পের সাথে যুক্ত পরিযায়ী নারী শ্রমিকদের কাজ ও সংগ্রামের কিছু ছবি তুলে ধরা হবে। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে কিছু প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট উপস্থাপন করার পর তার সাথে প্রবন্ধের মূল বিষয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করা হবে।

শ্রমিক ও শ্রমবিভাজন: প্রথাগত সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের নিয়ে সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতিতে বিশেষ বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান পৃথিবী তথা ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত আছে। ভারতের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের ৯০ শতাংশেরও বেশী শ্রমিক অস্থায়ী। এর মধ্যে অধিকাংশই নারী শ্রমিক, যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গ্রামে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। কিছু নারী গৃহভিত্তিক শিল্প কর্মও করে থাকে, যা স্বনিযুক্তি কাজের মধ্যে পড়ে। এছাড়া বাকি অংশ গ্রাম, মফস্বল, ও শহরে বিড়ি শিল্প, তাঁত শিল্প, নির্মাণ শিল্প, জরির কাজ, ইত্যাদির সাথে যুক্ত। এর মধ্যে নির্মাণ কাজে পুরুষ শ্রমিকেরা রাজমিস্ত্রি, রঙ মিস্ত্রি, প্রভৃতি কাজের সুযোগ পেলেও নারীদের এক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয় অদক্ষ জোগাড়ে শ্রমিক হিসাবে। এর ফলে জোগাড়ে শ্রমিক হিসাবে তাদেরকে পুরুষদের তুলনায় কম মজুরি দেওয়া হয় এবং অন্যদিকে এধরণের নির্মাণ শিল্পে তারা দালাল বা ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত হয়। স্বাধীনতার পর ভারত সরকারের আইনানুসারে

(Labour Regulation and Abolition Act of 1970 and Migrant Workers' Regulation of Employment and Condition of Service Act, 1979) স্থির হয়েছে যে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে নির্মাণের কাজে দালাল বা ঠিকাদার যেসব মহিলাদের নিয়ে যাবে, তাদের বসবাস, খাদ্য, ও বাচ্চাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবিক চিত্রটা অনেক ক্ষেত্রেই বদলে যায়। তার কারণ হিসাবে পাই পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি।

পিতৃতন্ত্রের আবহে নারী শ্রমিকের অবস্থান: ভারতীয় নিম্নবর্গের নারী শ্রমিকদের বিষয়ে আলোচনা অনেক সময়ই উপাদানের অভাবে বা অপ্রতুলতায় প্রকাশিত হয়না। একটু ইতিহাস ঘাঁটলে চোখে পড়ে যে ভারতবর্ষে ধনতান্ত্রিক উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে ওঠার পর থেকে পুরুষরাই কলকারখানায় বেশি করে কাজ পেয়েছে এবং কাজের স্থানে পিতৃতন্ত্রের আধিপত্যের ভাবাদর্শ তাদের দ্বারাই আরও প্রচারিত হয়েছে । আধুনিক যুগে শ্রমের ক্ষেত্রটিতে একচ্ছত্রভাবে পুরুষদের প্রাধান্য চোখে পড়ে এবং নারীরা সেখানে প্রান্তিক হয়ে থাকে। এর ফলে শ্রমিকদের কাজকর্ম ও আন্দোলন বলতে কেবল বোঝানো হয়েছে পুরুষদের আন্দোলন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৮০'র দশক থেকে নারীদের শ্রম নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। বর্তমান কালে লিঙ্গের বিচারে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীকে দেখার প্রয়োজন মানবীবিদ্যার হাত ধরে সুস্পষ্ট হয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু হয়। এই আন্দোলনের প্রধান দাবি ছিল পরিবার, সমাজ, ও কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ। বিখ্যাত

ফরাসী নারীবাদী দার্শনিক সিমোঁ দ্য বুভোয়া (Simone de Beauvoir) -এর মতে নারীবাদের প্রথম তরঙ্গের পর উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলিতে নারীরা ভোটাধিকার অর্জন করলেও তাদের অস্তিত্ব প্রান্তিক স্তরেই থেকে গিয়েছিলো। বুভোয়া তাঁর বই *দ্য সেকেন্ড সেক্স* (*The Second Sex, 1949*) -এ দেখান যে কিভাবে নারীরা পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও মতাদর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। দ্য বুভোয়ারের পূর্বে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস (Friedrich Engels)তাঁর ১৮৮৪ সালে প্রকাশিত *দি অরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রোপার্টি অ্যান্ড দ্য স্টেট (The Origin of the Family, Private Property and the State,* 1884)- গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে কুক্ষিগত করার জন্য এবং পিতৃপরিচয়কে নিশ্চিত করার জন্য কীভাবে বাইরের জগত থেকে নির্বাসিত করে নারীকে কেবল স্ত্রীরূপে স্বামীর সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়।

এই চিত্রটি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো ভারতবর্ষেও দেখা যায়। পিতৃতান্ত্রিক লিঙ্গভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের অনেক কাজকেই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হয়না। এখানে পুরুষদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকলেও নারীরা সেই সুযোগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত। এছাড়াও কাজের জগতে তাদের পছন্দ অপছন্দেরও কোন মূল্য দেওয়া হয় না, পেশাদারী স্বীকৃতিও নেই বললেই চলে। এসব কারণেই সম কাজে পুরুষদের তুলনায় তাদের মজুরিও কম।

১৯৬৩ থেকে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য কিছু আইন পাশ হয়। তার মধ্যে ১৯৬৩ সালে সমমজুরির আইন (Equal Pay Act), ১৯৬৪ সালে পৌর অধিকারের আইন (Civil Rights Act) উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিতীয় তরঙ্গ, মূলত, অর্থনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নারীবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর মধ্যে নারী শ্রমিকদের সম মজুরির অধিকার, বিভিন্ন কারখানায় ধর্মঘটের অধিকার, প্রভৃতি দাবি করা হয়েছিল।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও প্রান্তিক স্তরে নারী শ্রমিকদের মজুরি, ছুটি, স্বাস্থ্য, বকেয়া, প্রভৃতির জন্য তাদের অবহেলা, লাঞ্ছনা, ও হেনস্থার শিকার হতে হয়। যেমন, ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই অনেক নারী শ্রমিক অসংগঠিত শিল্প কর্মের সাথে যুক্ত আছে। পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা ও সংলগ্ন শিয়ালদহ, দমদম, বিধাননগর স্টেশন চত্তরে কাকভোর থেকে শুরু হয়ে যায় এদের আনাগোনা। মূলত, দালালদের সাহায্যে গ্রাম, মফস্বল থেকে এরা এসে পৌঁছায় শহরের বুকে। কাজের স্থান, মজুরি,সময়, প্রভৃতি নিয়ে এক রকম অলিখিত চুক্তি থাকলেও যাপিত অভিজ্ঞতায় ভিন্ন চিত্র উঠে আসে। পুরুষ শ্রমিকদের সাথে রাজমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি হিসাবে একই কাজে যোগ দিলেও দিনের শেষে দেখা যায় অর্ধেক বেতন অথবা বিনা বেতনে তারা বাড়ি ফেরে। ন্যায্য বেতন, পর্যাপ্ত বিশ্রামের সময়, শারীরিক অসুস্থতার জন্য ছুটি চাইলেও অকথ্য গালিগালাজ বা কথা শুনতে হয়। এর মধ্যেই চলে যৌন হেনস্থা। এদের মধ্যে যারা মালিক, দালাল, বা পুরুষ শ্রমিক সহকর্মীর মন জুগিয়ে চলতে পারেন তারা কিছুটা স্বস্তি পান।

একই চিত্রে সামান্য হেরফের দেখা দেয় পরিয়ায়ি শ্রমিকদের ক্ষেত্রে। অসংগঠিত শিল্প ক্ষেত্রের কাজে নিযুক্ত এই শ্রেণীর শ্রমিকেরা (বিশেষত নারী শ্রমিকেরা) যেভাবে ভিন রাজ্য থেকে আসে, কাজে নিযুক্ত হয়, ভিন্ন আর্থ সামাজিক পরিবেশে যেভাবে বসবাস করে এবং সংসার চালায় তা রীতিমত অসহনীয় এবং অনভিপ্রেত। এদের নিয়ে সমাজের বিশেষ মাথাব্যাথা সাধারণত থাকে না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে (যুদ্ধ,

অতিমারি, ইত্যাদিতে) যখন দেশের অর্থনীতি টালমাটাল অবস্থায় চলে যায়, তখনই মানুষের দৃষ্টি পরে এদের উপরে।

উক্ত প্রবন্ধটি যেহেতু অতিমারি পর্বে পরিযায়ী নারী শ্রমিকদের নিয়ে, অতিমারি ও শ্রমশক্তির মধ্যে কি ধরণের সম্পর্ক বিদ্যমান তা জানা প্রয়োজনীয় এবং একই সাথে সেই অতিমারির মধ্যে পরিযায়ী নারী শ্রমিকদের জীবন কীভাবে যুক্ত, সেটি বোঝাও আবশ্যক।

অতিমারি ও শ্রমশক্তির স্পর্ক: বর্তমান পৃথিবীতে সব কাজে সবার সমান অধিকার কথাটি বহুল প্রচলিত হলেও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের (বিশেষত সমাজের প্রান্তিক স্তরে থাকা নারী শ্রমিকদের)জীবন ও জগতের চিত্রটা একটু ভিন্ন ধরণের। রোজের জগতে সুরক্ষার দিকটিও প্রতিনিয়ত অবহেলিত হয়। এমনকি স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি বিষয়গুলি সমাজের প্রান্তে থাকা এই মানুষগুলোর কাছে গৌণরূপেই প্রতিভাত হয়। আর যদি তার সাথে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা অতিমারির সূত্রপাত ঘটে, তা হলে এক শ্রেণীর কাজের জগত তথা জীবনযাপনের সম্বলটুকুও শেষ হয়ে যায়।কোনো বিশেষ রোগ অতিমারির আকার ধারণ করে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, ও রাজনৈতিক কাঠামোকে বদলে দিতে পারে। ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসী অভিযান অনেক সময়ই অতিমারিকে হাতিয়ার করে অগ্রসর হয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে এর অজস্র নিদর্শন চোখে পড়ে। যেমন- অনেকের মতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ ছিল প্লেগ মহামারী। ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে প্লেগ মহামারীর কবলে পড়ে অন্তত ১০ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়। এমনকি প্লেগ আক্রান্ত মানুষদের শত্রুপক্ষের শহরে ছুঁড়ে দেবার ঘটনাকেও অনেকে জীবাণু যুদ্ধের প্রথম নজির বলে উল্লেখ করেন। আবার, ১৩৪৮ সালের ইংল্যান্ডের 'ব্ল্যাক ডেথ' পর্বে ঐ দেশের এক-তৃতীয়াংশ গ্রাম জনশূন্য হয়ে পড়ে। এর জোড়ে ইংল্যান্ডের ভূমি সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস ঘটিয়ে 'ভিলেইন' (Villein) প্রথার সূচনা হয়। ভারত ও চিনে ১৯১৮-১৯ সালে স্প্যানিশ ফ্লু প্রবল আকার ধারণ করলে দুই দেশের জনসংখ্যাই বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। খরার মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে নতুন বিশ্বের দেশগুলিতে মেঠো ইঁদুরের সংখ্যা বৃদ্ধিও বিভিন্ন মহামারীর প্রাদুর্ভাবের আরেকটি কারণ। অর্থাৎ, দেশের মানচিত্র তথা সামাজিক, রাজনৈতিক পরিকাঠামো পরিবর্তনে যুদ্ধের মতোই মহামারী এবং অতিমারিও সমান ক্ষমতাবান।

২০২০ সালের শুরুতেই সমগ্র পৃথিবীর বুকে কোভিড-১৯ অতিমারি এক নতুন জীবন অধ্যায়ের সূচনা করে। করোনা অতিমারির কারণ কোভিদ-১৯ ভাইরাস বা সিভিয়ার অ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্দ্রম করোনাভাইরাস ২ অথবা সারস-সিওভি-২ (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 or SARS-CoV-2) প্রথমবার নজরে এসেছিল ২০১৯-এর ডিসেম্বরে, চিনের উহান শহরে, যা অতি দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চিনের অন্যান্য শহর এবং গোটা বিশ্বে। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় এই অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সবচেয়ে বেশী রিপোর্ট পাওয়া যায় মহারাষ্ট্র, দিল্লী, ও গুজরাত থেকে। ভারত তথা বিশ্বের প্রতিটি দেশ নিজ এলাকা, সম্পদ, জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষা করতে রাজনীতি ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। যদিও এই অতিমারি অবস্থার পূর্বে ইউরোপ ইউনিয়নের একাধিক দেশ বিগত এক দশক ধরে পুঁজিগত লেনদেন তথা ধারের সমস্যা, সন্নিহিত কিছু দেশে বেড়ে চলা গৃহযুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে আসা শরণার্থী ও অভিবাসিদের উপস্থিতে তৈরি হওয়া সমস্যায় বিপর্যস্ত ছিল।

প্রাসঙ্গিকভাবে একই সাথে দেখে নেওয়া যাক অতিমারির সাথে পরিযায়ী শ্রমিকের সম্পর্ক। যদিও এই প্রবন্ধটি করোনা অতিমারি পর্বে পরিযায়ী নারী শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের দিক নিয়েই আলোচিত, তবুও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন সংগ্রাম উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় ।

করোনা অতিমারি ও পরিযায়ী শ্রমিক: ভারতের প্রায় ১০ কোটি মানুষ দেশের মধ্যেই পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন।[1] উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ও পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্যগুলি থেকে অদক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিকেরা কাজ করার জন্য দিল্লী, কেরল, ও মহারাষ্ট্রে পাড়ি দেয়। এদের মধে বেশীরভাগই দিনমজুর হিসাবে কাজ করে এবং হঠাৎ করোনা জনিত কারণে লকডাউন ঘোষিত হবার ফলে তারা প্রবল অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে। সতর্কতা মূলক সামাজিক দূরত্ব বিধি ও নিভৃতাবাসের দরুন এদের আয় কমে আসে, এরা ক্রমশ বেকারে পরিণত হয়।

সারা দেশে লকডাউন ঘোষিত হবার দিন তিনেক আগে থেকেই মহারাষ্ট্রের পরিযায়ী শ্রমিকেরা বাড়ীর পথে পা বাড়ায়। এরপর থেকে ভারতের পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর লকডাউনের অভিঘাতের বিষয়টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয় ও জনমানসে চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় সরকার যাবতীয় পরিবহন পরিষেবা বন্ধ করে দেয়। হেঁটে ফেরার চেষ্টা করে প্রবল শারীরিক ধকল ও পুলিশি নির্যাতনের পরিণামে দেখা দেয় অগণিত মানুষের অকাল মৃত্যু। এমনকি কিছু রাজ্যে বহু নারী ও শিশুসহ পরিযায়ী শ্রমিকদের একটি গোষ্ঠীকে জীবাণুমুক্ত করতে স্থানীয় প্রশাসন তাদের উপরে সোডিয়াম হাইপোক্লরাইটের মতো ক্ষতিকর কীটনাশক ছড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অনাহার, অনিশ্চয়তা, ও আরও বহুবিধ কঠিন পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিকেরা বুঝতে পেরেছিল যে তাদের প্রতিকারের জন্য কোন পথ আর খোলা নেই। অর্থাৎ, করোনা অতিমারি পর্বে দেখা যায়, একদিকে, কাজের ক্ষেত্রে অনির্দিষ্টকালীন বিরতি বা কাজ হারিয়ে দীর্ঘ পথ পরিক্রম করে নিজের বাড়ি ফেরা; অপরদিকে, নিজ গৃহতেও অবাঞ্ছিত, ব্রাত্য হয়ে অস্থায়ী শিবিরের আস্তানায় মাথা গোঁজার চেষ্টা।

বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্র সমূহের চিন্তায় দেখা যায় অর্থনীতি বনাম মানুষের জীবনকে ঘিরে এক দুর্নিবার দ্বন্দ্ব। শিল্প, উন্নয়ন, প্রযুক্তির পথে পা রাখা বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির উৎপাদন জগতে ভাটা পড়ার দরুন বেসরকারি উদ্যোগেই জীবন ও পুঁজি বাঁচানোর লড়াই শুরু হয়ে যায়।
এর উদাহরণ হিসাবে ভারতের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, বছর কয়েক আগে থেকেই সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিটি মানুষেরই পরিচয়, কর্ম, পুঁজি সবকিছু নিয়েই আধুনিক প্রযুক্তিগত ডিজিটালি স্মার্ট পরিচয় পত্র তৈরি করার প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছিল। অর্থাৎ, প্রতিটি মানুষের মুখ্য পরিচয় তার কর্মের নিরিখে দেখা হবে না, তাকে সর্বতোভাবে একটি সংখ্যার মাধ্যমেই বিশ্বের কাছে উপস্থিত হতে হবে। আবার, একই সাথে বাজার থেকে কালো টাকা উদ্ধার করতে গিয়েও সর্বসাধারনকে নোটবন্দী অবস্থার মধ্যেও পড়তে হয়েছিল। ডিজিটাল কার্রেন্সি সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মাধ্যম জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। আর সেই পর্বেই এসে উপস্থিত হয় অতিমারির সংক্রমণ। অর্থাৎ, নোটবন্দী থেকে গৃহবন্দীর এক অভিনব অধ্যায়।

[1]"Hungry Desperate: India Virus Controls Trap Its Migrant Workers|India News|Al Jazeera," https://www.aljazeera.com/economy/2020/4/2/hungry-desperate-india-virus-controls-trap-its-migrant-workers, অধিগত করা হয়েছে ২৬ শে মে ২০২৩, দুপুর ১৫: ৪৭।

সংক্রমণ ও তার বাহক হিসাবে পরিযায়ী শ্রমিকদের অবস্থান: সাধারণভাবে অতিমারির বাহক হিসাবে গরীব মানুষ, শ্রমজীবী জনতা, গ্রামবাসী, ও বিভিন্ন ধরনের নিম্নবর্গের মানুষদের মনে করা হলেও করোনা অতিমারির ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে আর্থিক দিক থেকে অবস্থাপন্ন এবং দেশবিদেশে ভ্রমণ করে বা বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্থ ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই দেশের মধ্যে অতিমারি ছড়িয়ে পড়ে । এরই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক-

ভারতে সর্ব প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্তের যে খবরটি আসে (২৭ শে জানুয়ারি, ২০২০) সেটি কেরালা রাজ্য থেকে। একজন ২০ বছরের মহিলা ত্রিসুর জেলার হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ১ দিনের শুকনো কাশি এবং গলা ব্যথা নিয়ে উপস্থিত হয়। কোনরকম জ্বর বা শ্বাস কষ্ট তার ছিলনা।সে নিজেই জানান যে সে চিন দেশের ইউহান শহর থেকে সম্প্রতি ফিরেছে (২৩ শে জানুয়ারি, ২০২০), যেখানে তখন সদ্য কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ছড়িয়েছে। যদিও সে জানায় যে, সে কোন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেনি বা সামুদ্রিক প্রাণী জাত খাদ্য দ্রব্যের পাইকারি বাজারে যায়নি,

কিন্তু সে যখন ইউহান শহর থেকে কিউমিন শহরে ট্রেনে যাত্রা করে ছিলো, তখন সেখানে সে শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ট্রেনে এবং স্টেশন চত্তরে দেখেছিলো।[2]

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরে প্রথম করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি ছিলো বছর ১৮-র এক যুবক, যে লন্ডন থেকে কোভিড নিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং এই যুবকের মা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী যিনি ছেলের দেশে ফেরার পরের দিনই অফিসে আসে। পরে এঁদের বাড়ীর সকল সদস্যই আক্রান্ত হন এবং হাসপাতালে ভর্তি হন।[3]

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে উচ্চবিত্ত পরিবার তথা উচ্চপদস্থ মানুষজনের দ্বারাই করোনার সংক্রমণ দেশে ঘটেছে। কিন্তু সমাজের শহরকেন্দ্রিক সংস্কৃতির গর্বে গর্বিত 'এলিট' শ্রেণীর কাছে 'অপর' হিসাবে গণ্য এই দরিদ্র, শ্রমজীবী, ও সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর মানুষেরা প্রাচীরবেষ্ঠীত বহুতলে থাকেন না। তারা 'সমাজের অতি দৃশ্যবান অংশ'(over visible social body)। আর ঠিক সেই কারণেই যাবতীয় মহামারী ও দূষণের বাহক হিসাবে তাদেরকেই চিহ্নিত করা হয়।

অতিমারির ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, ভৌগলিক অভিযান, সাম্রাজ্য বিস্তার, বাণিজ্য, এবং পরিযান বা মাইগ্রেসান (migration) এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের যোগাযোগের বিভিন্ন পথের বিকাশ ঘটিয়েছে এবং ঐ পথেই বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন অতিমারি। বিষয়টিকে বুঝতে গেলে আবারও ফিরে যেতে হয় এঙ্গেলসের বক্তব্যে; তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম অনুযায়ী আধুনিক বিজ্ঞান এটা প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শ্রমিকেরা যেসব তথাকথিত গরিব মহল্লায় ঘিঞ্জিভাবে বসবাস করে, সেগুলিই যাবতীয় মহামারীর আঁতুড়ঘর, যেখান থেকে রোগ শহরে ছড়ায়। অতএব, যারা আপাতদৃষ্টিতে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা তারা প্রত্যেকেই অতিমারি ছড়ানোর ব্যাপারে সম্ভাব্য সন্দেহভাজন। এমনকি, করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে

[2]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7530459/#:~:text=We%20present%20here%20the%20first,rhinitis%20or%20shortness%20of%20breath. অধিগত করা হয়েছে ১১ই আগস্ট, ২০২৩, সকাল ১১:৪৬।

[3] https://www.hindustantimes.com/india-news/kolkata-s-first-coronavirus-carrier-and-his-mother-a-senior-bureaucrat-moved-freely-for-two-days/story-MEdHMDnnFHMa2dVhAvuQOI.html ,
অধিগত করা হয়েছে ১১ই আগস্ট, ২০২৩, সকাল ১২:৩৬।

লকডাউন পর্বে মন্ত্রী মহল থেকে এই কথাও শোনা গেছে যে পরিযায়ী শ্রমিকেরা ঘরে ফেরার জন্য চলাচল করলে লকডাউন ব্যাহত হবে এবং রোগ ছড়াবে।

সাম্প্রতিক এই করোনা অতিমারির ক্ষেত্রেও প্রাথমিকভাবে এই ভূমিকা পালন করেছে অর্থনৈতিকভাবে অবস্থাপন্ন মানুষ যেমন শিল্পপতি, পর্যটক, বিদেশে কর্মরত ও পাঠরত মানুষের একটি বড় অংশ, শিল্পীগণ, আন্তর্জাতিক মানের অভিনেতা- অভিনেত্রী এবং খেলোয়াড় রা - যারা নিত্য বিমানে যাতায়াত করে থাকে। রাষ্ট্রীয় সীমানাগুলিতে হেলথ চেকপোস্ট না বসানোর দরুন আমাদের দেশে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বহু মানুষজন ঢোকার সুযোগ পায় এবং রোগ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ।

অতিমারি ও গৃহবন্দী পর্বে পরিযায়ী শ্রমিকদের জীবন: কোভিড অতিমারির প্রকোপ থেকে নাগরিক জীবনের অস্তিত্ব রক্ষার্থে লকডাউন বা গৃহবন্দীর পর্ব শুরু হয়। ২০২০ সালের মার্চ মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে প্রথম 'জনতা কারফিউ' আরোপ করা হয় সামাজিক মেলামেশা বন্ধের লক্ষ্যে। পরে এই কারফিউয়ের মেয়াদ ধীরে ধীরে বাড়ানো হয়। সংক্রমণের ভিত্তিতে গোটা দেশকে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল কয়েকটি পরিসরে- যেমন রেড জোন (সর্বাধিক সংক্রমণ), অরেঞ্জ জোন (অনধিক সংক্রমণ), ও গ্রিন জোন (সংক্রমণ মুক্ত)। প্রায় সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি ল্যাবরেটরিতে কোভিড-১৯ নির্ণয়ের পরীক্ষা চালু হয় এবং সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিতেও কোভিড ওয়ার্ড চালু করা হয় অন্যান্য রোগীদের ওয়ার্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে। আন্তর্জাতিক সীমান্তের সাথে সাথে আন্তরাজ্য সীমান্তগুলিও বন্ধ হতে থাকে। সামাজিক দূরত্ব বিধি নামাঙ্কিত নানা ধরনের বিধিনিষেধের বেড়াজালে সর্বাধিক হেনস্থার শিকার হয় পরিযায়ী শ্রমিকেরা, কারণ করোনা হাতে এবং ভাতে মারতে থাকে এই নিম্নবিত্ত মানুষদের কে। ব্যবসা-বানিজ্য, কলকারখানা, আমদানি-রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাবার দরুন অর্থনীতি চূড়ান্তভাবে বিপর্যস্ত হয়। এর ফলে, অনেক ধরণের কাজ বন্ধ হয়ে হাজার হাজার হতদরিদ্র, নিরন্ন, ক্লান্ত পরিযায়ী শ্রমিকের দীর্ঘ পথ চলার ছবিই দিনরাত মিডিয়ার ক্যানভাসে ভেসে উঠতে থাকে। অর্থাৎ, করোনা অতিমারি যখন ভারতের সব রাজ্যে থাবা বসায়, তখন সামাজিক দূরত্ব বিধি বজায় রাখার নির্দেশে ঘোষিত হয় লকডাউন, ইতি পড়ে বিভিন্ন কলকারখানার দরজায়। মানুষের কাজের জগতের চিত্রটা সম্পূর্ণ বদলে যায়।

পরিযায়ী শ্রমিকেরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে এক চরম আর্থিক সঙ্কটের মুখে পড়ে। কারখানা বা ইটভাটার কিছু মালিক নিজ সুবিধার্থে তার শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় পথ্য ও খাদ্য পানীয় সরবরাহ করলেও বেশিরভাগ পরিযায়ী দিনমজুর দলের ভাগ্যে জোটে চরম বিপত্তি। অতিমারি ও তার পরবর্তী পর্বে পরিযায়ী নারী শ্রমিকের যাপিত অভিজ্ঞতার চেনা ছবিগুলি যেভাবে ধরা পড়েছিল খবরের কাগজ ও টেলিভিশনের পর্দায়, তারই কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হয়েছে এই প্রবন্ধে, কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরকম মানুষেরা নিজেদের পরিচয় প্রদানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না। তাই বিভিন্ন সমাজকর্মীদের সহায়তায় কয়েকজন পরিযায়ী নারী শ্রমিকের অবস্থা এবং অভিজ্ঞতার কথা এখানে উপস্থিত করা হল। কয়েকজন সাহায্যকারী সমাজকর্মী হলেন মিঠু নাগ দে-আশাকর্মী, জিরাট, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ; অয়ন মাইতি এবং দিপ্তেশ মুখোপাধ্যায়-কর্মী রেড ভলেন্তিয়ারস গ্রুপ, পলবা দাদপুর ব্লক, সিঙ্গুর ব্লক।

উল্লিখিত সমাজকর্মীরা পরিযায়ী নারী শ্রমিকদের সাথে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর পর্বে আলাপচারিতার মাধ্যমে করোনা পরিস্থিতি ও তার পরবর্তী পর্বে তাদের অবস্থান তুলে ধরেছে। কিছু নমুনা প্রশ্ন ছিল এই রূপ -

1) উত্তরদাতার নাম

2) বাসস্থান
3) বয়স
4) তাদের কাজের ক্ষেত্র
5) তাদের পরিবারের সদস্য
6) করোনা পর্বের পরিস্থিতি
7) করোনা পরবর্তী পরিস্থিতি

পরিযায়ী নারী শ্রমিক (পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য রাজ্য): দেশের অন্যান্য অনেক রাজ্য যেমন বিহার, ঝাড়খণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা থেকে প্রত্যেক বছরই অনেক মানুষ, বিশেষত নারী শ্রমিকেরা পশ্চিমবঙ্গে আসে নানা ধরণের কাজের জন্যে। এই কাজের জগতে নারী শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে মিস্ত্রি ও সাহায্যকারী, পুরানো ভাঙ্গা জিনিস সংগ্রহকারী (র‍্যাগ পিকারস/rag pickers), ইঁটভাটা, পাথর খাদানের শ্রমিক, রাজমিস্ত্রি, ও তাদের সাহায্যকারী শ্রমিক, প্রমুখ। সাহায্যকারী শ্রমিকরা প্রাথমিকভাবে নির্মাণের কাজের সাথে যুক্ত না থাকলেও, তাদের অস্থায়ীভাবে নির্মাণ কাজে যুক্ত করা হয়। অন্যান্য পরিযায়ী শ্রমিকদের একাংশকে দেখা যায় দোকান বা কোন দ্রব্য প্রস্তুতকারক সংস্থা, ইত্যাদি জায়গায় বা বাসন বিক্রেতা হিসেবে। এদের বয়স কুড়ি থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। এরা মুলত একজন কন্ট্রাক্টর বা দালাল দ্বারাই কাজে নিযুক্ত হয়ে থাকে। আত্মীয়-প্রতিবেশী বা নিজ গ্রামে সদ্য কাজে যুক্ত হওয়া মানুষটির মারফত দালালের সাহায্যে এরা গ্রাম বা রাজ্য থেকে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেয় ভিন রাজ্যে।[4]

ভাগ্যের বিড়ম্বনায় এদের জীবনে কাজের পাশাপাশি জোটে শারীরিক, মানসিক, ও যৌন নির্যাতন। এর সামান্য ভাগই হয়ত রিপোর্টেড হয়।

ছবি: এক মহিলা মাথায় বস্তা নিয়ে ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেসে পা এ হেঁটে চলেছে মুম্বাইতে লক ডাউনের দ্বিতীয় দিনে।

[4] কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, *নারী, শ্রেণী ও বর্ণ- নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান,* কলকাতা:মিত্রম, ২০০৯।

কিছু উত্তরদাতার বয়ান

ক. প্রথম উত্তরদাতা- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বয়স- একুশ বছর
মূল বাসস্থান-উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম
কাজের ক্ষেত্র- বর্ধ মানের পানাগড়ের একটি পাথরখাদান
পরিবারের সদস্য- এক পিসি, দুই পিসতুতো ভাই, আর নিজের শিশুপুত্র।

> উত্তরদাতার জবানিতে- **"উত্তরপ্রদেশ সে ইহা আকার বহুত পরেশানি হুই, করোনা কে নাম সে জো তকলিফ হামনে উঠাই উসিকি নিশানি হ্যায় ইয়ে বাচ্চা, আভি খুদ কি পেট পালো, বাচ্চা কো পালো অউর নজরদারি কে নাম সে পরেশানি উঠাও।"**

প্রথম উত্তরদাতা বছর একুশের এক যুবতী। আলাপের সুযোগ ঘটে বর্ধ মানের পানাগড়ে হাইওয়ের ধারে একটি চা-এর দোকানে। কোলে দেড় বছরের শিশু পুত্রটিকে নিয়ে পাথরখাদানে কাজ করতে চলেছে। কথার প্রসঙ্গে জানা গেলো যে সে উত্তর প্রদেশের একটি গ্রাম থেকে এসেছে। করোনা অতিমারির পরেই তার বঙ্গে আগমন।পরিবার বলতে এক পিসি আর দুই পিসতুতো ভাই। পিসিই তাকে বড় করে তুলেছে নিজের ছেলেদের সাথে। পেট ও রুজির টানে কাজের সন্ধানে বহু পথ ঘুরে যখন সে বঙ্গে এলো, তখন সবে প্রথম দিকের লকডাউন পর্ব শেষ হয়েছে। কিন্তু ঐ পর্বেই তার জীবনে ঘটে গেছিল চরম বিপর্যয়। করোনা পরবর্তী সময়ে অন্য রাজ্যে প্রবেশের মাশুল গুণতে হয়েছিল তাকে। শরীরে করোনা ভাইরাস আছে কিনা পরীক্ষার জন্য তাকে এমন এক স্থানে পাঠানো হয়েছিলো যেখান থেকে ফেরার পথ ছিল প্রায় বন্ধ। কোনোভাবে বুদ্ধির জোরে সে ফিরে আসে, যদিও তার পরবর্তী পর্বগুলিও বেদনাদায়ক। কাজের সুবিধা পাবার জন্যও তাকে অনেক হেনস্থার শিকার হতে হয়েছিলো। আর তারই এক পরিণতি তার কোলের শিশুটি।

খ. দ্বিতীয় উত্তরদাতা- মিনা পাণ্ডে
বয়স-৪৯ বা তার কাছাকাছি
নিবাস- ঝাড়খণ্ড
কাজের ক্ষেত্র- রাস্তা নির্মাণ
পরিবারের সদস্য- স্বামী পরিত্যক্তা, এক ছেলে, দুই মেয়ে, সবাই বিবাহিত ও সংসারী। সবাই ঝাড়খণ্ডে থাকে।

> উত্তরদাতার জবানি- **"পিছলে ছে সাল সে ইয়হা রাস্তে কা কাম কারতি হু, করোনা কে সময় সে বহুত পরেশানি উঠানি পারি, থোরা বহুত জো কামাই হুইথি ওভি হাথ সে চালি গায়ি; আওর জিস পরিবারকে লিয়ে ইত্না হ্যায়রানি উঠাই উসস পারিবার নে ভি আলাগ কার দিয়া, আভি কাম কে সিওয়া কুছ ভি নেহি বাচা, সব রিস্তে-নাতে তোর দিয়ে।"**

স্বামী পরিত্যক্তা এই মানুষটি রাস্তা নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত। করোনার প্রাক্কালে পাঁচ ছয় বছর ধরে এই রাজ্যে বাকি দিন মজুরদের সাথে কাজ করেছে । ঝাড়খণ্ডের এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কয়েকজন আত্মীয় বন্ধুর সাথে এই রাজ্যে এসেছিল। করোনার সময় নিজ গ্রামে ফেরার পথে সে অনেকভাবে বিপর্যস্ত হয়।

কাজের অনিশ্চয়তা ও স্বল্প পুঁজিকে সম্বল করে নিজ গ্রামে ফিরতে গিয়ে দুটি রাত তাকে পড়ে থাকতে হয় একটি পরিত্যক্ত কারখানা চত্বরে। সঙ্গী হিসাবে আরও কিছু মানুষ থাকলেও সম্বলের পুঁজিটুকুও বিভিন্ন ভাবে হাতছাড়া হয়ে যায়। আর সে যখন বাড়ির রাস্তায় পা রাখে, তখন তাকে তার পরিবারও ত্যাগ করে।

পারিবারিক অবহেলার শিকার হয়ে কোনোভাবে আট মাস অতিক্রমণের পর, সে আবার দীর্ঘ পথ চলা শুরু করে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে সে আবার নতুন কাজে যোগ দেয়। কিন্তু এরই মাঝে তাকে অনেক অবমাননা তথা মানসিক যন্ত্রণার শিকার হতে হয় যা এক কথায় অবর্ণনীয়।

গ. তৃতীয় উত্তরদাতা- সুমিতা বাস্কে
বয়স- পঁচিশ বছর
নিবাস- পশ্চিমবঙ্গ
কর্মসূত্রে- গুজরাত

সুমিতা বাস্কে নামের পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী এক মহিলার সাথে হাওড়া জেলার একটি হাসপাতালে পরিচয়ের সুবাদে জানা গেল যে বছর পঁচিশের এই মহিলা স্বামীর সাথে গুজরাতে থাকত এবং কাপড়ের কারখানায় কাজ করত। করোনার সময়ে এ রাজ্যে ফিরে সংক্রমণের মুখে পড়ে তার গোটা পরিবার। পরিবারের বাকি সদস্যরা ভাগ্যের জোরে সে যাত্রায় উদ্ধার পেলেও, সুমিতার স্বামী অকালে মারা যায়। তার পারলৌকিক কাজও সে সময় করা সম্ভব হয়নি। কয়েকজনের সাহায্যে সুমিতা পুনরায় গুজরাত ফিরে গেলেও, সে আর পুরনো কাজ ফিরে পায়নি। এমনকি, বিগত দিনের কাজের মজুরিও মালিকপক্ষ দিতে চায় না।ভাগ্যের এরূপ বিড়ম্বনায় নিজের রাজ্যেই তাকে ফিরে আসতে হয়। আর বাড়ির বাকি সদস্যদের পেট চালাতে তাকে আবার কাজে নামতে হয়। বর্তমানে হাওড়া জেলার একটি কারখানার বাছাইকর্মী হিসাবে সে কর্মরত। সেখানে করোনা অতিমারির পরবর্তী সময়ে লোক নেবার প্রয়োজনে সুমিতার কাজের সংস্থান হয়।

এ ছাড়াও. হুগলী জেলায় কাজের স্থানীয় কয়েকটি ইটভাটা ঘুরে জানা যায় কয়েকজন পরিযায়ী নারী শ্রমিকের কথা, যারা বিহার বা ঝাড়খণ্ড নিবাসী। কাজের জন্য এখানেই থাকে। এদের সঙ্গে সামান্য বাক্যালাপের সুযোগ পেতেই অনেক ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মিঠু নাগ দে নামক এক আশা কর্মীর সহায়তায় দুই তিন জনের সাথে আলাপে জানা গেলো করোনা ও তার পরবর্তী পর্যায়ে তাদের ভোগান্তির কথা।

হুগলী জেলার ইটভাটার নারী শ্রমিকদের সাথে কথোপকথন:

ক. প্রথম উত্তরদাতাঃ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বয়সঃ ছাব্বিশ বছর
নিবাসঃ ঝাড়খণ্ড
কাজের ক্ষেত্রঃ হুগলী জেলার ইটভাটা
পরিবারের সদস্যঃ স্বামী ও দুটি সন্তান

ছবিঃ শামি ভাটা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।

উত্তরদাতার জবানিতেঃ **"কারোনা কি ওয়াজা সে হামরি সাসুরজি চল ব্যসে, রাস্তে পার হি উনকা ইন্তেকাম হওগ্যায়া; পুরা তেরা মাহিনা ঘ্যর পে বিতায়ি, আভি থোরা বাচা হুয়া প্যায়সা ঠিকাদার কে পাস রাখহকে কাম মে লাগি হু।"**

ছবিঃ গৌরি মাতা ভাটা, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ।

বছর ছাব্বিশের এই মহিলা করোনাতে লকডাউন ঘোষিত হবার পড়ে কিছুদিন সে এই রাজ্যে থাকে। দুই মাস পরে সে যখন নিজ রাজ্যে (ঝাড়খণ্ডে) ফিরে যেতে চায়, তখন মালিকপক্ষ অল্প কিছু সাহায্য করলেও, যান চলাচলের বিশেষ সুবিধা না থাকায় দীর্ঘ পথ পায়ে হাঁটার পর্ব শুরু হয়। পথের ক্লান্তিতেই মৃত্যু হয় তার শ্বশুর মশাইয়ের। মৃতদেহ মাঝপথে ফেলে তাদের এগিয়ে যেতে হয়। এভাবেই সে পৌঁছায় তার গ্রামে। দীর্ঘ তেরো মাস পরে সে ফিরে আসে তার পুরানো কাজের জায়গায়। কাজ ফিরে পেতে তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করতে হয়। এমনকি, যৎসামান্য পুঁজিও বন্ধক রাখতে হয় ঠিকাদারের কাছে।

আর এর থেকে সামান্য ভিন্ন গল্পটি হল সাতাশ বছর বয়সী ইট ভাটার আর এক অস্থায়ী কর্মীর (নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক)। করোনা অতিমারি পর্বে কাজে ফিরতে গিয়ে নিজ স্বামীর ষড়যন্ত্রের জন্যে তার সম্মান ও সম্ভ্রম তুলে সে দিতে বাধ্য হয় ঠিকাদার বা দালালের হাতে। খুব স্বল্প পুঁজি নিয়ে বাড়ি থেকে কাজে ফিরতে গিয়ে তার জীবনে ঘটে এই বিপত্তি।

অপর একটি ঘটনার খবর পাওয়া যায় একজন রেড ভলান্টিয়ার অয়ন মাইতির মুখে। ঘটনাটি ঘটে বাংলা-উড়িষ্যা বর্ডারের অনতিদূরে। সিঙ্গুর ইটভাটার এক গর্ভবতী নারী শ্রমিক করোনা অতিমারিতে বাড়ির পথে যেতে দীর্ঘ পথের ক্লান্তিতে হারায় তার গর্ভস্থ শিশুটিকে। পথের মাঝেই তার প্রসব যন্ত্রণা যখন তীব্র আকার ধারণ করে, তখন নিকটবর্তী হাসপাতালে পৌঁছানোর বিড়ম্বনায় নষ্ট হয়ে যায় তার গর্ভস্থ শিশু। করোনা অতিমারির পরবর্তী পর্বে সে তার স্বামীর হাত ধরে আবার এ রাজ্যে এলেও, মানসিক অবসাদের শিকার হয়ে সে আর কাজ করতে পারে না। মানসিক অবসাদের মতো বিষয় যেখানে শিক্ষিত মহলেও অযত্নে ‘লালিত’ হয়, এদের মধ্যে সেটা পৃথকভাবে বোঝার বোধ কোন ব্যক্তিরই নেই। ফলে, তার অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের মধ্যেই তার দিন চলতে থাকে।

ইংরেজি সংবাদপত্র দ্য হিন্দু (The Hindu) -তে প্রকাশিত[5] একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে, চেন্নাই থেকে আসা এক পরিযায়ী নারী শ্রমিক দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি ফেরার আশায় হাওড়া স্টেশনে বাস করেছে। তার বাড়িতে তার সন্তানেরা তার ফেরার অপেক্ষায় ছিল। প্ল্যাটফর্ম চত্বর খালি করার আদেশের পরেও আরও অনেক পরিযায়ী শ্রমিকের সাথে ঐ মহিলাকেও স্টেশনের অস্থায়ী আবাসে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে একটিমাত্র মহিলা শৌচাগার ছিল, যা অনেকসময় পুরুষরাও ব্যবহার করতো। ফলে, ক্রমশ গোটা স্টেশনচত্বর শৌচাগারে পরিণত হয়ে ওঠে। সেখানে পুরুষ ও মহিলাকে পাশাপাশি বে- আব্রু হয়ে বসেই শৌচকর্ম সম্পন্ন করতে হয়েছিল।

পরিযায়ী শ্রমিকদের তালিকায় শুধু সমাজের এই স্তরের খেটে খাওয়া মানুষ গুলিই নেই, এখানে আছে সেবাকর্মীদের একাংশ যারা ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে বিভিন্ন সেবামুলক কাজ করে থাকে- যেমন নার্স, আয়া, চিকিৎসক প্রমুখ। এখন এখানে কয়েকজন পরিযায়ী নারী সেবাকর্মীদের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করা হল।

[5] Suvojit Bagchi, Howrah Station turns into “hell hole” for hundreds of stranded passengers,” *The Hindu,* 25 March 2020 https://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/howrah-station-turns-into-hellhole-for-hundreds-of-stranded-passengers/article61958436.ece, অধিগত করা হয়েছে ২৬ শে মে ২০২৩, সকাল ১০: ২৫।

সঙ্কটে পরিযায়ী নারী সেবাকর্মী: পরিযায়ী সেবাকর্মীদের মধ্যেও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ কাজের সুবাদে ভিন রাজ্যে গিয়ে থাকে। মহামারীর প্রাক্কালে তাদের আচারব্যবহার, সেবা যত্ন মানুষ যেভাবে গ্রহণ করে, অতিমারি লগ্নে সেই সেবাকর্মীই মানুষের কাছে হয়ে ওঠে 'অপর'। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে বি বি সি-র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, অতিমারি পর্বে এক ফিলিপাইন্সের নার্স যখন গণ পরিবহনে সফর করছিল, তখন তার সহযাত্রীরা তাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে এবং কটূক্তি করতে থাকে।[6]

অন্যদিকে, রয়্যাল চিলড্রেন্স হসপিটাল (Royal Children's Hospital)-এ অভিভাবকরা এশিয় ডাক্তার ও নার্সদের দিয়ে তাদের শিশুদের চিকিৎসা করাতে অরাজি হয়। ভারতেও এ ছবির ব্যতিক্রম দেখা যায় না। করোনার সময়ে কলকাতার একটি নামী বেসরকারি হাসপাতালে অন্য রাজ্য থেকে আসা এক নার্সকে অনেক কটূক্তি শুনতে হয়। কলকাতার মতো ভারতের অনেক শহর তথা ভিন রাজ্য থেকে আসা নার্স বা সেবা কর্মীদের এক ঘরে করে রাখা হয়। এমনকি তাদের ভাড়া বাড়িতে বা ফ্ল্যাটে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় এবং দোকান বাজার থেকে রেশন পরিসেবা পাওয়া - সবই দুস্কর হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সাহায্যের জন্যেও এগিয়ে আসেনি।

কিন্তু দেখা যায় যে সংক্রামিত রোগীদের সেবায় মহিলারাই সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিয়োজিত প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত কর্মীদের অধিকাংশই হলো মহিলা। বেশীরভাগ সময় দেখা যায় যে কাজের তুলনায় এদের বেতন অনেক কম এবং প্রত্যেকেরই এই অতিমারিতে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা ছিল।[7]

যেমন, ভারতে স্বীকৃত জনস্বাস্থ্য কর্মীদের বা আশা (ASHA) কর্মী ও অঙ্গনওয়ারী বা শিশুকেন্দ্রের কর্মীরা প্রায় সকলেই মহিলা। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অগ্রণী কর্মী হওয়ায় এদের মূল দায়িত্বই হলো প্রত্যেক মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা। করোনা অতিমারি পর্বেও এরা দ্বিগুণ ভাবে সেই কাজ করে গেছে। কিন্ত কাজের তুলনায় বেতন ও প্রশিক্ষন উভয়েরই অভাব থাকার কারণে এদের সুরক্ষার দিকটি অবহেলিত হয়েছে। এমনকি অনেক সময় বিভিন্ন অস্থায়ী কর্মসংস্থায় কর্মরত মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক অপমান ও বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছে। অনেক সময়ে সঠিক তথ্য পরিবেশনও করা হয়নি।[8]

এই সমগ্র পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার পরে আমরা বলতে পারি যে উক্ত অবস্থা সমূহের প্রেক্ষিতে যে বিষয়গুলো আজকের দিনেও মানুষ অনুভব করে তা হল নিম্নরূপ-

---

[6]. রজত রায়, *মহামারীর নানা সিমানায়ঃ কোভিড-১৯ এবং পরিযায়ী শ্রমিক*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২২।

[7]. Covid -19: "Are there enough health workers?" ILOSTAT Blog, International Labour Organization, https://ilostat.ilo.org/covid-19-are-there-enough-health-workers/ অধিগত করা হয়েছে ২১ শে নভেম্বর ২০২৩, সময় বিকাল ৪.০৩।

[8] Manisha Gupte and Suchitra Dalvie," The Gendered Impact of Covid-19," The Week, Section Opinion, April 2020, https://www.theweek.in/news/india/2020/04/09/opinion-the-gendered-impact-of-covid-19-in-india.html, অধিগত করা হয়েছে ২৬শে মে ২০২৩, সকাল ১০: ৩২।

ঘরে ফেরার পরিযায়ী শ্রমিক সদস্যটি যদি পুরুষ হয়, তবে সে হয়ত বা কিছু ক্ষেত্রে আনন্দের কারণ বা সাদরে বরণীয় হতে পারে, কিন্তু মহিলা হলে নিজের বাড়ীতে প্রবেশের অধিকার তার নাও থাকতে পারে। পরিবারে র মানুষেরা অসুস্থ্য হতে পারে, এই আশঙ্কায় সেই বঞ্চনা তার পরিবারে সব থেকে কাছের মানুষ, এমনকি তার স্বামীর তরফ থেকেও আসতে পারে। কাজ থেকে বিরতি পেয়ে বা কাজ হারিয়ে এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে মহিলাদের রোগাক্রান্ত হবার সম্ভাবনা আপনা থেকেই বৃদ্ধি পায়। সেক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে নতুন চাকরির সন্ধান করতে গিয়ে অনেকে পাচারকারিদেরও শিকার হয়েছে।

করোনা অতিমারিতে মহিলাদের কাজের পরিমাণ অনেকাংশেই বেড়ে গেছে। একজন সমীক্ষকের মতে, "একজন মহিলা সেবিকা, স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ বা সাফাই কর্মীকে নিজের নির্ধারিত পেশা থেকে বাড়ি ফিরে নিজের বিশ্রাম বা মনোরঞ্জনের চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে রান্না, শিশুর পরিচর্যার মতো সংসারের আবশ্যক কাজগুলি করেও নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকেই পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার মতো অভিযোগ শুনতে হয়।"[9]

পরিশেষে বলা যায় যে, যে কোন জরুরি পরিস্থিতি, বিশেষত, লক ডাউন বা গৃহবন্দির মতো অবস্থায়, যৌন হিংসার ঘটনার আশঙ্কা অনেক বেশী বেড়ে যায়।কলকাতার বুকে গড়ে ওঠা[7] রোশনি সংগঠনের কর্ণধার শাহিনা খাতুনের বক্তব্যে এরকম একটি গার্হস্থ হিংসার কথা জানা যায়।

এক কিশোরী (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) রোশনি সংগঠনে কাউন্সেলিং-এর সুবাদে জানায় যে লকডাউনের পর থেকে তার বাবার কাজ বন্ধ হয়ে গেছে। বাবা অন্য রাজ্যে চটকল শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দিনরাত বাড়িতে বসে মদ খাচ্ছে, টিভিতে নিষিদ্ধ ছবি দেখছে, এবং অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করছে। এমনকি, মায়ের সামনে তার গায়ে হাত দিচ্ছে। মা সব দেখে বুঝেও চুপ করে আছে। স্বামীর বিরুদ্ধে নিজে কিছু বলছে না বা মেয়েকেও কিছু বলতে দিচ্ছে না কারণ ঐ কিশোরীর আরও দু'জন ভাইবোন আছে। মা দুশ্চিন্তা করছে এই ভেবে যে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করলে সংসারে টাকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বা স্বামী তাদের ছেড়ে অন্যত্র কোথাও চলে যেতে পারে। অর্থাৎ, এইভাবে লকডাউনের সময় মহিলা ও কিশোরীদের একাংশের অনেকেই নিগ্রহ ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে। শাহিনার সংগঠনে এ সব নিগৃহীতা মহিলাদের অনেককে কাজের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

অপরদিকে, অল বেঙ্গল মুসলিম উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট নুরজাহান শাকিলের বক্তব্যে জানা যায় যে কলকাতা সংলগ্ন পিকনিক গার্ডেন বস্তি অঞ্চলে হিন্দু মুসলিম মিলিয়ে বিহারের বেশ কিছু বাসিন্দা কাজের সূত্রে বাস করে। লকডাউনের সময় রোজগার বন্ধের দরুন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি ঝামেলায় পরিবারের শিশুদের জীবন বিপর্যস্ত হয়। এই সংগঠনটি সহমর্মিতার সঙ্গে সমাজের সংকটময় পরিস্থিতিতে গার্হস্থ হিংসার পরিণাম সম্পর্কে পরিবারগুলোকে অবহিত করতে থাকে। এমনকি উক্ত সংগঠন দ্বারা পরিচালিত সেলাই স্কুলেও দরিদ্র মুসলিম পরিবারের একটা বড় অংশের মেয়েরা কাজ শিখতে আসে। এছাড়াও, কিছু হিন্দু গরিব মেয়েরাও যোগ দেয়। বাড়ীর চাপে অল্প সময়েই তাদের কাজ ছাড়তে হয়। কাজ শেখা সম্পূর্ণ হয়না।

[9]. সংবিদা লাহিড়ী, *কোভিডকালে বিপন্নতা ও সংহতি*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২৩, পৃ-৩৪-৬৪।

এমনই সব টুকরো টুকরো ছবি করোনা ও তার পরবর্তী পর্যায়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজের জগতে আমরা পেয়ে থাকি। কাজের জন্য স্বজন, পুঁজি, সম্ভ্রম, ঘরবাড়ি -সবই করোনা অতিমারিতে অনেক পরিযায়ী মানুষ হারিয়েছে। তাদের দিনলিপি তাদের মুখে শোনা খুবই বেদনাদায়ক কারণ বেশীরভাগ অস্থায়ী কর্ম সংস্থায় মালিকপক্ষ বা দালাল কর্তৃক এদের তদারকি চলে। কাজের জগতে অহরাত্র এদের সাথে কী ধরণের আচরণ চলে তার হিসাব রাখার দায় হয়ত কারোরই নেই। কিছু রেড ভলান্টিয়ার্স বা আশা কর্মীর মুখে একথাও শোনা গেছে যে, অনেকক্ষেত্রে পেট অথবা পুঁজির টানে করোনা সংক্রমণের ভীতি উপেক্ষা করে তাদেরকে যৌন কাজেও নিয়োগ করা হয়েছে। আবার খাদ্য ও পথ্যের বিনিময়েও জুটেছে যৌন হেনস্থা। প্রয়োজনীয় টীকাকরণও অনেক পরিযায়ী শ্রমিকের কপালে জোটেনি।

করোনা অতিমারির দাপটে সমাজের বুকে দরিদ্র ও পরিযায়ী শ্রমিকেরা নিছক এক জৈবতাত্ত্বিক শরীর রূপেই চিহ্নিত হয়। এই শরীরকে কেন্দ্র করেই ভাইরাস সংক্রমণের ভীতি ও সন্দেহ মানবিক মুল্যবোধকে নষ্ট করে দেয়। এই ধরণের বিশেষ ধারণা বা সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণ হল উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে ঘটে যাওয়া ঘটনাটির প্রেক্ষিতে। যে সব পরিযায়ী শ্রমিকেরা দিল্লী থেকে বরেলিতে এসে পৌছাতে সমর্থ হয়েছিল, সেখানে তাদের জোর করে জীবাণুনাশক রাসায়নিক ও জলের মিশ্রন দিয়ে স্নান করানো হয়। যদিও জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী সেটি ছিল শুধু ক্লোরিন গোলা জল। এই মিশ্রণটি পুরসভার কর্মীরা বাস, মেঝে, দরজার হাতল, ও ফ্রেম জাতীয় ধাতব তল, ইত্যাদি জিনিসপত্র পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহার করে থাকে। একই ঘটনা ঘটেছিল কেরল-কর্ণাটক সীমান্তে। সেখানে কিছু মানুষ চৌরাস্তার মোড় পেরোনোর সময় অগ্নি নিরাপত্তা বিভাগের আধিকারিকেরা তাদের গায়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করেন। যদিও সরকারি আধিকারিকেরা সেটিকে নিছক সাবানজল বলে সাফাই দেয়।[৪] এসব ঘটনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সত্তা থেকে সংবেদনশীলতা, সেবা, সহমর্মিতা, প্রভৃতি গুণগুলিকে মুছে দেয়। তাই লোভ, লালসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা- এসব দিয়ে প্রযুক্তির পথে পা রাখলেই ভবিষ্যতের সকল সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বরং স্বেচ্ছাসেবক, সমাজকর্মীদের মধ্যে সংকটকালে সংহতির পথে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং ধর্মীয় ও পারিবারিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে নিজ সম্মান ও সম্ভ্রম বজায় রাখার চেষ্টাই হবে মানবিক পৃথিবী গড়ে তোলার একমাত্র উপায়।

তথ্যসূত্র:

1) দাশ, অমল, *ভারত ইতিহাসে নিম্নবর্গের নারী শ্রমিকঃ এদের সংকট ও সংগ্রাম- উনিশ থেকে বিশ শতক* , কলকাতা: প্রগতিশীল, ২০১৩
2) বন্দোপাধ্যায়, কল্যাণী, *নারী শ্রেণী ও বর্ণঃ নিম্নবর্গের নারীর আর্থসামাজিক অবস্থান*, কলকাতা: মিত্রম, ২০০৯
3) রায় চৌধুরী, গার্গী, *অতিমারি ও একুশ*, কলকাতা: কারিগর, ২০২২
4) রায়, রজত, *মহামারীর নানা সিমানায়ঃ কোভিড-১৯ এবং পরিযায়ী শ্রমিক*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২২
5) লাহিড়ী, সংবিদা, *কোভিডকালে বিপন্নতা ও সংহতি*, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২৩

ইউ আর এল:

1) "Hungry Desperate: India Virus Controls Trap Its Migrant Workers|India News|Al Jazeera," accessed April 4, 2020, https://www.aljazeera.com/economy/2020/4/2/hungry-desperate-india-virus-controls-trap-its-migrant-workers, অধিগত করা হয়েছে ২৬ শে মে ২০২৩, দুপুর ১৫: ৪৭।
2) "Bihar Man Beaten to Death for Informing about COVID-19 Suspects," *Deccan Herald,* March 31, 2020, https://www.deccanherald.com/national/east-and-northeast/bihar-man-beaten-to-death-for-informing-about-covid-19-suspects-819595.html, অধিগত করা হয়েছে ২৫ শে মে ২০২৩, বিকাল ১৬:০৫।
3) "Rural-Urban Migration in Bihar-IGC," 2016, https://www.theigc.org/collections/rural-urban-migration-bihar, অধিগত করা হয়েছে ২৫ শে মে ২০২৩, বিকাল ১৬: ১০ মিনিট।
4) "Howrah Station turns into "hell hole" for hundreds of stranded passengers," *The Hindu,* 25 March 2020 https://www.thehindu.com/news/cities/kolkata/howrah-station-turns-into-hellhole-for-hundreds-of-stranded-passengers/article61958436.ece,অধিগত করা হয়েছে ২৬ শে মে ২০২৩, সকাল ১০: ২৫।
5) "Femicide Does Not Respect Quarantine," *M R Online,* 10 April 2020, https://mronline.org/2020/04/10/femicide-does-not-respect-the-quarantine, অধিগত করা হয়েছে ২৬ শে মে ২০২৩, সকাল ১০:৩৬।
6) "The Gendered Impact of Covid-19," The Week, Section Opinion, 9 April, 2020, https://www.theweek.in/news/india/2020/04/09/opinion-the-gendered-impact-of-covid-19-in-india.html, অধিগত করা হয়েছে ২৬শে মে ২০২৩, সকাল ১০:৩২।
7) https://www.hindustantimes.com/photos/coronavirus-crisis/photos-lockdown-on-and-a-long-walk-home-for-india-s-migrant-workers/photo-W0EHoctBH9xQ7WBhkVbTkI-4.html), অধিগত করা হয়েছে ২৬শে মে ২০২৩, সকাল ১০: ৩৭।
8) https://www.ndtv.com/india-news/coronavirus-india-lockdown-disinfectant-sprayed-on-migrants-on-return-to-up-shows-shocking-video-2202916, অধিগত করা হয়েছে ২ ৭ শে মে ২০২৩, সকাল ১০: ৩২।